বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

শোকাবহ আগস্ট

জাতীয় শোক দিবসে
জাতির পিতাসহ
শাহাদাত বরণকারী সবার প্রতি বিনম্র
শ্রদ্ধা

WZPDCL

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)

..... অবিরাম বিদ্যুৎ

শোকাবহ আগস্ট

শেখ কামাল

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব

শেখ জামাল

সুলতানা কামাল

শেখ রাসেল

শেখ আবু নাসের

আবদুর রব সেরনিয়াবাত

শেখ ফজলুল হক মনি

পারভীন জামাল রোজী

কর্নেল জামিল উদ্দিন

শহীদ সেরনিয়াবাত

বেবী সেরনিয়াবাত

বেগম আরজু মনি

আরিফ সেরনিয়াবাত

সুকান্ত বাবু

আবদুল নঈম খান রিটু

শোক হোক সোনার বাংলা বির্নিমানের শক্তি

বাণী

শোকাবহ ১৫ আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস। বাঙালি জাতির জীবনে এক বেদনাবিধূর দিন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক নির্মম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। এইদিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, পুত্রগণ ও পুত্রবধূসহ নিকট আত্মীয়গণ শাহাদত বরণ করেন। 'মুজিব বর্ষে' জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের নিহত সদস্যগণের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী। আমি শোকাহত চিত্তে তাঁদের সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার দরবারে সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। 'মুজিব বর্ষে' জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)- এর উদ্যোগে "শোকাবহ আগস্ট" শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত দেশের স্বাধীনতা- সার্বভৌমত্বকে আরও কার্যকর, অর্থবহ করতে ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে আপামর সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ মোতাবেক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে সারাদেশে বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'মুজিব বর্ষে' শতভাগ বিদ্যুতায়ন কর্মসূচীর অংশ হিসাবে গ্রীড অঞ্চলে ওজোপাডিকো ইতোমধ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

আগামী দিনের বাংলাদেশ হোক জাতির পিতার কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা, যেখানে বৈষম্যহীনভাবে সকলের জন্য সম্ভাবনার দুয়ার থাকবে অবারিত।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

রতন কুমার দেবনাথ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ওজোপাডিকো, খুলনা।

..... অবিরাম বিদ্যুৎ

বাণী

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর উদ্যোগে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ও তাঁর পরিবারের সদস্যগণসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২১ উপলক্ষে "শোকাবহ আগস্ট" শীর্ষক স্মরণিকা প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

প্রতি বছরের আগস্ট মাস বাঙালি জাতিকে মনে করিয়ে দেয় শোকাবহ স্মৃতি। বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৫ই আগস্ট এক কলঙ্কিত দিন। বাংলার আকাশ-বাতাস আর প্রকৃতিও অশ্রুসিক্ত হওয়ার দিন। ১৯৭৫ সালের ঐতিহাসিক বেদনাময় এই দিনেই মহান স্বাধীনতার স্থপতি, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ঘাতকদের উদ্যত অস্ত্রের সামনে ভীতসন্ত্রস্ত বাংলাদেশ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল শোকে আর অভাবিত ঘটনার আকস্মিকতায়। কাল থেকে কালান্তরে জ্বলবে এ শোকের আগুন। বাঙালি জাতি গভীর বেদনা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দিনটিকে জাতীয় শোক দিবস হিসাবে পালন করছে। আমি শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন ও মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

বঙ্গবন্ধুর ত্যাগ ও তিতিক্ষার দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনাদর্শ ধারণ করে অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত, সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশের সর্বস্তরের নাগরিককে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে অবদান রাখতে হবে- এই হোক শোক দিবসের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

প্রকৌশলী মোঃ আবু হাসান
নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল)
ওজোপাডিকো, খুলনা।

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
স্বাধীনতার ৫০ বছর ও শেখ মুজিব	০৪
বঙ্গবন্ধু স্মরণে দু'টি কবিতা	০৫
১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ড নেপথ্যের খলনায়ক ও তাদের সুদীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া	০৬-০৭
স্মৃতিতে ১৫ই আগস্ট	০৮-০৯
বঙ্গবন্ধু	১০
শোকাবহ আগস্ট শ্রদ্ধা ও স্মরণে বঙ্গবন্ধু	১০
নেভানো প্রদীপ	১১
আমি বঙ্গবন্ধু বলছি	১১
ফিরে এসো বঙ্গবন্ধু	১২
টুঙ্গিপাড়ার খোকা	১২
মুক্তির মহানায়ক	১৩
মুজিবুর রহমান	১৩
তর্জনী রহস্য	১৪-১৫
কিছু স্বপ্ন ও শ্রদ্ধার মৃত্যুর ইতিহাস	১৬

স্বাধীনতার ৫০ বছর ও শেখ মুজিব

প্রকৌঃ মোঃ সাইফুজ্জামান*

৩০ লক্ষ শহীদ ও ২ লক্ষ মা-বোনের সংগ্রামের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী অর্থাৎ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে। বিজয় দিবস হবে আগামী ১৬ই ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে। স্বাধীনতার এই ৫০ বছরে আমাদের অর্জন, বিচ্যুতি কি এবং এ বিষয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এখনও এত প্রাসঙ্গিক কেন? এটিই আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রায় ২০০ বছরের বিদেশী ইংরেজ শাসনের লাগাম থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট যে স্বাধীনতা পাকিস্তানে এসেছিল সে স্বাধীনতা পূর্ব বঙ্গের বাঙালি জনগোষ্ঠীকে মুক্তি দিতে পারেনি, দিতে পারেনি অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক, সামাজিক মুক্তি এ কারনে পূর্ব বঙ্গের বাঙালি জনগোষ্ঠীর জন্য আবার নতুন করে স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা ভাবতে হয়। নতুন করে আন্দোলন করতে হয়। এ.কে ফজলুল হক, সোহ্‌রাওয়ার্দী, মাওলানা ভাষানী প্রমুখ নেতার হাত ধরে বাংলার আকাশে আবির্ভাব ঘটে নতুন তরুন নেতৃত্ব শেখ মুজিবের। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই, সংগ্রাম করে অবশেষে মুক্তিযুদ্ধ আসে, দীর্ঘ ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধের পর অর্জিত হয় আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

শেখ মুজিব কেন এখনও এত প্রাসঙ্গিক?

মূলতঃ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব পূর্ব বঙ্গের বাঙালি জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করেন ছয় দফার মাধ্যমে আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য; যার সূত্রপাত হয়েছিল ভাষা আন্দোলন দিয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে। তাই পর্যায়ক্রমে শেখ মুজিবের নেতৃত্বকে নিয়ে গেছে রাজনৈতিক আন্দোলনে এবং এ পর্যায়ে ছয় দফার মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলনে। লক্ষ্য ছিল পূর্ব বঙ্গের জনগনকে অর্থনৈতিক মুক্তি দিয়ে সোনার বাংলা গঠন। এ লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়ের পর খুবই কম সময়ের মধ্যে আমরা পেয়েছি রাষ্ট্র পরিচালনার সংবিধান। যে সংবিধানে লিখিত ছিল সোনার বাংলা গঠনের মূলনীতি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ। একটি প্রতিষ্ঠানের যেমন ভিশন, মিশন থাকে, মুক্তি যুদ্ধের পর প্রণীত সংবিধানেরও আমাদের ভিশন, মিশন ছিল- আর তা হলো বাংলার গরীব, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষে সোনার বাংলা গঠন- যা অর্জিত হবে সংবিধানের মূলনীতিকে সম্মুন্নত রেখে, আদর্শ হিসাবে ধরে।

স্বাধীনতার ৫০ বছর পর আমরা সেই লক্ষ্য অর্জনে কতটুকু অগ্রগতি করতে পেরেছি? আদর্শকে কতটুকু ধারণ করতে পেরেছি- এখানেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রাসঙ্গিক। যে স্বপ্ন লালন করে তিনি সারাটা জীবন সংগ্রাম করেছেন- তার নেতৃত্বে ৩০ লক্ষ বাঙালি জীবন দিল, রক্ত দিল- সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন থেকে আমরা অনেক দূরে। আজ সর্বস্তরে গণতন্ত্রের চর্চা নেই। সভ্য সমাজে ব্যক্তিগত লিপ্সার চর্চা, ধনী-দরিদ্রের অর্থনৈতিক বৈষম্য। এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব, সাংস্কৃতিক চর্চায় ও দেখতে বাঙালি সংস্কৃতি থেকে আমরা অনেক দূরে। মন-মানসিকতায় আমরা যথাযথ বাঙালি হয়ে উঠতে পারি নাই। তাহলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সারা জীবনের আন্দোলন, সংগ্রাম, জীবন রক্ত কি বৃথা যাবে? না-শহীদের রক্ত কখনো বৃথা যায় না-যেতে পারে না, স্বাধীনতার ৫০ বছরে বিভিন্ন বি-জাতীয় প্রো-পাকিস্তানী মৌলবাদী শক্তি ক্ষমতায় এসে বার বার স্বাধীনতার মূলমন্ত্রকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছে কিন্তু এ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন মুজিব আদর্শের চর্চা, "ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ার" প্রত্যয় দিয়ে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল; দেশ গঠনে, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠনেও বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন প্রাসঙ্গিক।

আর একারনেই আমরা বঙ্গবন্ধু পাঠ করবো নিজস্ব দায়িত্ব পালনে- যতদিন বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশ নামের ভূ-খন্ড পৃথিবীতে থাকবে দেশ গঠনে বঙ্গবন্ধু থাকবেন আলোক বর্তিকা হয়ে। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির জীবনে লাইট হাউস তিনি জীবিত বা প্রয়াত এটি মূখ্য বিষয় নয়, তার জীবন দর্শন, তাঁর আদর্শই মূখ্য; আমাদের চলার পথের পাথেয়। আজ স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও তাই বঙ্গবন্ধু প্রাসঙ্গিক।

*তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন
ওজোপাডিকো, খুলনা।

বঙ্গবন্ধু স্মরণে দু'টি কবিতা

প্রকৌঃ মোঃ আরিফুর রহমান*

"চেতনায় বঙ্গবন্ধু"

বঙ্গবন্ধুর রক্তে উত্তপ্ত
জ্বালাময়ী ভাষন শুনেও
আমি জঙ্গী চিনতে পারিনি।
মুজিবের দেশ ভরাট ডাকে
আহবানে সাড়া দিয়ে ও
আমি সন্ত্রাস রুখতে পারিনি।

জাতির পিতার অভেদ্য চোয়াল
অস্ত্র অপেক্ষা তীব্র কণ্ঠস্বর
সাতকোটি মানুষের ইশারার তর্জনী
আর ছাপ্পান্ন হাজার বুক ভরা ভালোবাসা
নিশ্চিত জেনে ও আমি
শিখতে পারিনি, গাইতে পারিনি
জয় বাংলার জয়গান,
এ যে তোমার বাংলায়, আমার অপমান।

"বঙ্গবন্ধু"

জাতি গঠনে মহৎ প্রান
মানব সেবায় আবেগবান
বীর বাঙালীর স্ব-সম্মান
বিশ্ব সেরা ভাষন দান
হাজারো বছরের স্মৃতি অম্লান
পূর্ব বঙ্গের বন্ধু-পরান
শেখ মুজিবুর রহমান
শেখ মুজিবুর রহমান

* প্রকল্প পরিচালক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)
ইএইউপিডিএসপি, ওজোপাডিকো, খুলনা।

১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ড নেপথ্যের খলনায়ক ও তাদের সুদীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া

মোঃ রুহুল আমিন লিংকন*

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরের দিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একদল বিপথগামী সেনা সদস্যের হাতে নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ডের শিকার হন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের ১৭ জন সদস্য। বঙ্গবন্ধুর প্রধান নিরাপত্তা অফিসার কর্নেল জামিল বঙ্গবন্ধুকে বাঁচাতে ছুটে আসতে রাস্তায় শহীদ হন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সে সময় পশ্চিম জার্মানীতে অবস্থান করার কারণে তারা প্রাণে বেঁচে যান।

ইতিহাসের এই নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ডের নির্মম শিকার হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ভাই শেখ আবু নাসের, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল ও তার স্ত্রী সুলতানা কামাল, শেখ জামাল ও তার স্ত্রী রোজী জামাল, ছোট ছেলে শিশুপুত্র শেখ রাসেল, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মণি ও তার অন্তঃসত্বা স্ত্রী বেগম আরজু মণি, বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি কৃষক নেতা আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তার ছোট মেয়ে বেবী সেরনিয়াবাত, কনিষ্ঠ শিশুপুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, নাতি সুকান্ত আবদুলাহ বাবু, ভাইয়ের ছেলে শহীদ সেরনিয়াবাত, আবদুল নঈম খান রিন্টু এবং কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ।

শেখ মুজিব নিহত হবার পরপরই বেতার কেন্দ্রে গিয়ে খন্দকার মোশতাক আহমেদ নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন, যদিও এই পদে তিনি ছিলেন মাত্র ৮৩ দিন। ক্ষমতা অধিগ্রহণের পরপরই তিনি জাতির প্রতি ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের জাতির সূর্যসন্তান বলে আখ্যা দেন। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেবার পর তিনি ইনডেমিনিটি অধ্যাদেশ জারি করেন। ঐ বছরের ২৫শে আগস্ট তিনি জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন।

মুজিব হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তৎকালীন উপ-সেনাপ্রধান ছিলেন জিয়াউর রহমান। ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পিছনে তার ভূমিকা বেশ সমালোচিত এবং রহস্যজনক।

হত্যাকাণ্ডের মাস্টার মাইন্ড ফারুক ১৫ আগস্টের কয়েকদিন আগে তৎকালীন উপ-সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করে। এন্থনি ম্যাসকারেনহাস তার বাংলাদেশঃ রক্তের ঋণ বইয়ে বলেন, ফারুক জিয়াউর রহমানকে মুজিব হত্যা পরিকল্পনার বিষয়ে বলেন,

"আমরা পেশাদার সৈনিক। আমরা দেশের সেবা করি; কোন ব্যক্তির নয়। আমাদের মুজিব সরকারকে উৎখাত করতে হবে, আমরা জুনিয়র অফিসাররা এর প্রস্তুতি নিয়েছি। এখন সিনিয়র হিসেবে আমরা আপনার সমর্থন এবং আপনার নেতৃত্ব চাই"

তখন জিয়াউর রহমান বলেছিলেন,

" তোমরা জুনিয়র অফিসাররা যদি কিছু একটা করতে চাও, তাহলে তোমাদের নিজেদেরই তা করা উচিত, আমাকে এসবের মধ্যে টেনো না" (সূত্রঃ বাংলাদেশঃ রক্তের ঋণ, এন্থনী ম্যাসকারেনহাস)

১৫ আগস্টের অন্যতম ঘাতক লে. কর্নেল খন্দকার আবদুর রশীদের স্ত্রী তার জবানবন্দিতে বলেন, " একদিন রাতে মেজর ফারুক জিয়ার বাসা থেকে ফিরে আমার স্বামীকে(রশিদ) কে জানায় যে, সরকার পরিবর্তন হলে জিয়া প্রেসিডেন্ট হতে চায়। জিয়া বলেছিল,

"যদি এটি (হত্যাকাণ্ড) সফল হয়, তবে আমার কাছে এসো, যদি এটি ব্যর্থ হয়, তবে এর মাঝে আমাকে জড়িও না"

জিয়া আরো বলেছিল,

"শেখ মুজিবকে জীবিত রেখে সরকার পরিবর্তন সম্ভব নয়"।

অধিকাংশ বিশ্লেষকগণ উপর্যুক্ত তথ্য অনুসারে বলেন, জিয়াউর রহমান এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত ছিলেন এবং বিশ্লেষকদের অনেকের মতে, তিনি খুনিচক্রের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বরং তাদের মদদ দিয়েছিলেন। অনেক বিশ্লেষকের মতে, জিয়ার এই বিতর্কিত ভূমিকা সামরিক আইনের ৩১ ধারার লঙ্ঘন, সর্বোপরি উপ-সেনাপ্রধান হিসেবে সাংবিধানিক দায়িত্বের অবহেলা (সূত্রঃ ফ্যাক্টস এন্ড ডকুমেন্টস: বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ)।

১৫ আগস্ট হত্যার দিন সকালে সে সময়ের লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অবঃ) আমীন আহম্মেদ চৌধুরী জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাড়িতে ঢোকার সময় রেডিওর মাধ্যমে জানতে পারেন যে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে, তিনি ঘটনার বর্ণনায় বলেন, "জেনারেল জিয়া একদিকে শেভ করছেন একদিকে শেভ করে নাই। স্লিপিং স্যুটে দৌড়ে আসলেন। শাফায়াত জামিলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'শাফায়াত কী হয়েছে?' শাফায়াত বললেন, 'অ্যাপারেন্টলি দুই ব্যাটালিয়ন স্টেজড্ এ ক্যু। বাইরে কী হয়েছে এখনো আমরা কিছু জানি না। রেডিওতে অ্যানাউন্সমেন্ট শুনতেছি প্রেসিডেন্ট মারা গেছেন।' তখন জেনারেল জিয়া বললেন, "সো হোয়াট? লেট ভাইস প্রেসিডেন্ট টেক ওভার। উই হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ পলিটিক্স। গেট ইয়োর ট্রুপস রেডি। আপহোল্ড দ্য কন্সটিটিউশন"

ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ

শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারবর্গ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আইনি শাস্তি থেকে দূরে রাখার জন্য ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদ ইনডেমনিটি (দায়মুক্তি) অধ্যাদেশ জারি করেন। বিতর্কিত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ যা মুজিব হত্যার বিচার প্রক্রিয়া রোধ করার জন্য প্রণীত হয়েছিলো, জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হবার পর ১৯৭৯ সালের ৯ জুলাই ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে তা আইনে পরিণত করে সংবিধানে সংযুক্ত করেছিলেন। উপরন্ত মুজিব হত্যাকান্ডের খুনি প্রায় ১২ জন সামরিক অফিসারকে বৈদেশিক দুতাবাসে সচিব পর্যায়ে চাকুরীতে নিয়োগ করেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড-পরবর্তী সময়ে জিয়াউর রহমানের এই সকল ক্রিয়াকলাপকে অনেক বিশ্লেষক মুজিব হত্যাকাণ্ডে তার জড়িত হওয়ার পরোক্ষ প্রমাণ হিসেবে দাবি করেন।

১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার

১৯৯৬ সালের ১২ই জুন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী দল হিসাবে ২৩ জুন শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর ২ অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ তার পরিবারের সদস্যগণকে হত্যার বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করা হয়। ৮ নভেম্বর ১৯৯৮ সালে জেলা ও দায়রা জজ এক রায়ে ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। ১৪ নভেম্বর ২০০০ সালে হাইকোর্টে মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন। ২০০২-২০০৬ পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় মামলাটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। ২০০৭ সালের ২৩ আগস্ট রাষ্ট্রপক্ষের মুখ্য আইনজীবী বর্তমান সরকারের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সুপ্রিম কোর্টে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করেন এবং আপিল বিভাগের তিন সদস্যের একটি বেঞ্চ শুনানি শেষে ৫ আসামিকে নিয়মিত আপিল করার অনুমতিদানের লিভ টু আপিল মঞ্জুর করেন। পাঁচ জন আসামীর লিভ টু আপিলের প্রেক্ষাপটে ২০০৯ সালে ১৯ নভেম্বর প্রধান বিচারপতিসহ পাঁচজন বিচারপতির রায়ে আপিল খারিজ করে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। ২০১০ সালের ২ জানুয়ারি আপিল বিভাগে আসামিদের রিভিউ পিটিশন দাখিল এবং তিন দিন শুনানি শেষে ২৭ জানুয়ারি চার বিচারপতি রিভিউ পিটিশনও খারিজ করেন। এদিনই মধ্যরাতের পর ২৮ জানুয়ারি পাঁচ ঘাতকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তারা হলোঃ

১. লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান (অবঃ)
২. লে. কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান (অবঃ)
৩. মেজর বজলুল হুদা (অবঃ)
৪. লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহম্মেদ (অবঃ)
৫. লে. কর্নেল একেএম মহিউদ্দিন আহম্মেদ (অবঃ)

২০০১ সালের ২ জুন লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অবঃ) আবদুল আজিজ জিম্বাবুয়েতে মারা যান বলে কথিত আছে।
২০২০ সালের ৭ এপ্রিল ক্যাপ্টেন (অবঃ) আবদুল মাজেদকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১২ এপ্রিল তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।
২০২০ সালের ১৯ এপ্রিল ভারতে রিসালদার মোসলেম উদ্দিন গ্রেফতার হন। তাকে দেশে ফেরত আনার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
এছাড় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত চারজন বিদেশে পালিয়ে রয়েছে। পলাতকরা হলেন,

১. কর্নেল খন্দকার আব্দুর রশিদ (অবঃ)
২. লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিম (অবঃ)
৩. লে. কর্নেল এএম রাশেদ চৌধুরী (অবঃ)
৪. লে. কর্নেল এসএইচ নূর চৌধুরী (অবঃ)

সরকার গত ০৬ জুন, ২০২১ ইং তারিখে আত্মস্বীকৃত ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এই পলাতক চার খুনির মুক্তিযুদ্ধের খেতাব বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

বর্তমান সরকার পলাতক আসামীদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কূটনৈতিক জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে তাদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না। গত ২০০৯ সালে ইন্টারপোলের মাধ্যমে এই চারজনের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করলেও কাউকেই ফেরত আনা সম্ভব হয়নি।

১৫ আগস্ট ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের সাথে সরাসরি জড়িত ১২ জন আসামীর মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলেও এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে অনেক কুশীলব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল যাদের মুখোশ উন্মোচনের জন্য একটা 'স্বাধীন কমিশন' গঠন এখন সময়ের দাবী।

** সহকারী প্রকৌশলী*
স্মার্ট প্রি পেমেন্ট মিটারিং প্রকল্প
সদর দপ্তর, ওজোপাডিকো, খুলনা।

স্মৃতিতে ১৫ই আগস্ট

লিটন মুন্সী*

আমার একটা অভ্যাস আছে, ভাল কিনা জানিনা। আর সেটা হচ্ছে যখন আমি একা থাকি তখন আমি পুরাতন স্মৃতিতে হারিয়ে যাই। বাল্যকাল, কৈশোর এর সেই স্মৃতি আমাকে বর্তমান সময় থেকে কিছু সময়ের জন্য হলেও মুক্তি দেয়। সে-সকল স্মৃতি কোনোটা সুখের আনন্দের আবার কোনোটা বা দুঃখের। তেমনই একটা স্মৃতি যা আমার জীবনের তথা বাংলাদেশের ইতিহাসের জঘন্যতম ঘটনা এবং দুঃসহ স্মৃতি। যা আমার স্মৃতির মণিকোঠায় চির অমলিন হয়ে আছে।

আমার জীবনে সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে নিজ চোখে দেখার। ১৯৭১ এর বিজয়ের পর ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা স্বপরিবারে ২৫ শে ডিসেম্বর অর্থাৎ বড়দিন পালনের জন্য আমার দাদু বাড়ি বরিশাল যাই। আমার দাদু বাড়ি বরিশাল শহরের উইলিয়াম পাড়ায়। পাশেই বরিশাল শহরের সবচেয়ে বড় ময়দান বেলস্ পার্ক। একদিন শুনলাম বেলস্ পার্কে বঙ্গবন্ধু আসছেন, সকাল থেকেই প্রচুর মানুষের আগমন হতে থাকে। সকাল থেকে বাবার হাত ধরে অনেকবার দাদু বাড়ি থেকে বেলস্ পার্কে আসা-যাওয়া করেছি। কিন্তু তখনও বঙ্গবন্ধু সভাস্থলে আসেন নাই। সকল অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে এক সময় তিনি হেলিকপ্টারে চড়ে বেলস পার্কের সভাস্থলে আসলেন। এত মানুষের ভিড় ছিল যে আমি কিছুতেই দেখতে পারছিলাম না। বাধ্য হয়ে আমার বাবা আমাকে তার কাঁধে তুলে নিলেন। দেখলাম বঙ্গবন্ধু সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবী পরা উপরে হাতাকাটা কালো রং এর কোট পরিহিত অবস্থায় হেলিকপ্টার থেকে বের হয়ে আসলেন। তিনি তার সফর সঙ্গীদের নিয়ে মঞ্চে উঠে হাত নেড়ে সবাইকে শান্ত থাকতে বলে বজ্র কণ্ঠে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। সেদিন দেখেছিলাম বাংলার জনতার মাঝে বঙ্গবন্ধুকে দেখার কি আকাঙ্ক্ষা। সকলের প্রাণপুরুষকে এক নজর দেখার কি আগ্রহ। বঙ্গবন্ধুর ভাষন শুরু হলে উপস্থিত জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর প্রতিটি কথা শুনতে থাকেন। ভাষন শেষে আবার হেলিকপ্টারে উঠে সফর সঙ্গীদের নিয়ে চলেও গেলেন। তবে তিনি যতক্ষন ছিলেন উপস্থিত সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনেছিল। সেই দিন সেই সময় আমার চর্ম-চক্ষু ধন্য হলো বঙ্গবন্ধুকে দর্শন করে। ওটাই ছিল আমার জীবনে তাঁকে প্রথম আর শেষ দেখা। আমি আর কোনো দিন তাঁকে নিজ চোখে দেখিনি।

১৯৭৫ সাল আগস্ট মাস, ১৫ তারিখ। আমি খুবই ছোট ছিলাম, কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলায় বসবাস করার কারনে ভেড়ামারা বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা শুরু করি। বাসা থেকে প্রায় ১কিঃমিঃ দুরত্ব হবে। গ্রামের কাচাঁ রাস্তা দিয়ে যেতে হতো। বর্ষাকাল স্বাভাবিকভাবে কাচাঁ রাস্তায় প্রচুর কাদা হতো পানি জমে থাকতো। খালি পায়ে চলাচল করতাম। প্রতিদিনের মতো স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে বই-খাতা নিয়ে রওয়ানা হই। মাঝ রাস্তায় দেখি আমার ক্লাসের সহপাঠীরা স্কুল থেকে ফিরে আসছে। আমি অবাক হয়ে ওদের কাছে জানতে চাইলাম ফিরে আসার কারন। ওরা শুধু এই কথাটায় বললো বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলেছে আজ স্কুল বন্ধ। আমি এই খবর শুনে বাড়ি ফিরে আসি। বাড়িতে ফিরতেই মা প্রশ্ন করেন আমি স্কুলে না গিয়ে ফিরে আসলাম কেন? আমি আমার মাকে ফিরে আসার কারণ বললে আমার মা আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। উল্টো আমাকে বকা দিয়ে বললেন স্কুলে না যাওয়ার ভালো ফন্দি আটছিস তো। আমি তাকে অনেক চেষ্টা করলাম বোঝানোর জন্য কিন্তু মা আমাকে বিশ্বাস করলেন না। আমার একমাত্র মামা আমাদের সাথেই থাকতেন। মামা বয়সে আমার মার থেকে অনেক বড়, প্রায় ১০ বৎসরের। মামা মাকে ধমক দিয়ে বললেন এই দাঁড়া আমি রেডিওটা চালাইয়ে শুনি কি বলে। রেডিও অন করার পর প্রায় ১ মিনিট কোনো কথা শুনা যাচ্ছিলনা। হঠাৎ তখন সেই সর্বকালের দুঃখ জনক হৃদয়ভাঙ্গা খবরটি ঘোষনা করা হলো। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপরিবারে নিহত হয়েছেন। উপস্থিত আমরা সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সবারই চোখে মুখে আতঙ্ক। আমরা আবার অভিভাবক শুণ্য হয়ে পরলাম। কি হবে আর কি হতে যাচ্ছে ? তার কিছুই আমরা বুঝতে পারলাম না। মামা বললেন মাকে আমি একটু বাহির থেকে ঘুরে আসি। মামা বাহির থেকে ঘুরে এসে আমার মাকে বললেন বাহিরে কোনো লোকজন দেখলাম না। দু-এক জনের যাও দেখা হল তারা চলন্ত অবস্থায় বললো কেনো দাদা আপনি জানেন না কি ঘটেছে ? সকলের মুখে শুধু ভয় আর আতঙ্ক। মা আমাদের ভাই-বোন সকলকে ঘরে থাকার নির্দেশ দিলেন, বাহিরে বের হতে দিলেন না। বিকালে মামার সাথে বাজারে যাওয়ার জন্য থলে হাতে বের হলাম। মা বার বার মামাকে

বললেন বাহিরে বের হবার পর আমার হাত যেন মামা না ছাড়েন। মায়ের চোখে আমি সেইদিন অজানা এক আতঙ্কের ছায়া দেখেছিলাম। মামার সাথে বাজারে যেয়ে দেখলাম অনেক দোকানি তার দোকান খোলেনি। যে কয়টি খোলা ছিল সেখান থেকেই মামা প্রয়োজনীয় সদাই-পাতি কিনলেন। তারপর একটা চায়ের দোকান দেখে মামা এগিয়ে গেলেন। চায়ের দোকানের সামনে রাখা বেঞ্চের উপর বসা কয়েকজন মামাকে দেখে তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে মামাকে বসার জায়গা করে দিল। মামা দু-কাপ চায়ের কথা বলে উপস্থিত সকলের কুশল জানতে চাইলেন আরও জানতে চাইলেন তারা কি বিষয়ে আলাপ করছে। কারন সকলের চোখে-মুখে একটা অজানা ভয়ের ছাপ। তারা সকলে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে মামার দিকে তাকিয়ে বললো এখন কি হবে, দেশ কি ভাবে চলবে? আমরা কোন দিকে যাচ্ছি? ইত্যাদি নানান প্রশ্ন।

বর্তমানে ২০২১ সাল। বঙ্গবন্ধুর শহীদ হওয়ার আজ ৪৬তম বার্ষিকী। ১৫ই আগস্ট এলেই আমার স্মৃতিতে সেইক্ষন গুলি ভেসে ওঠে। ছোট ছিলাম বলে তখন অনেক কিছু বুঝতাম না। এখন বুঝি জাতি সেদিন কি হারিয়েছে। কতটা ক্ষতি এই দেশের হয়েছে। যে ক্ষতি আর কখনই পূরণ হবে না। সারা জীবন এ দেশের জনগনকে শুধু আফসোস করেই কাটাতে হবে।

** উচ্চমান হিসাব সহকারী*
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১
ওজোপাডিকো, খুলনা।

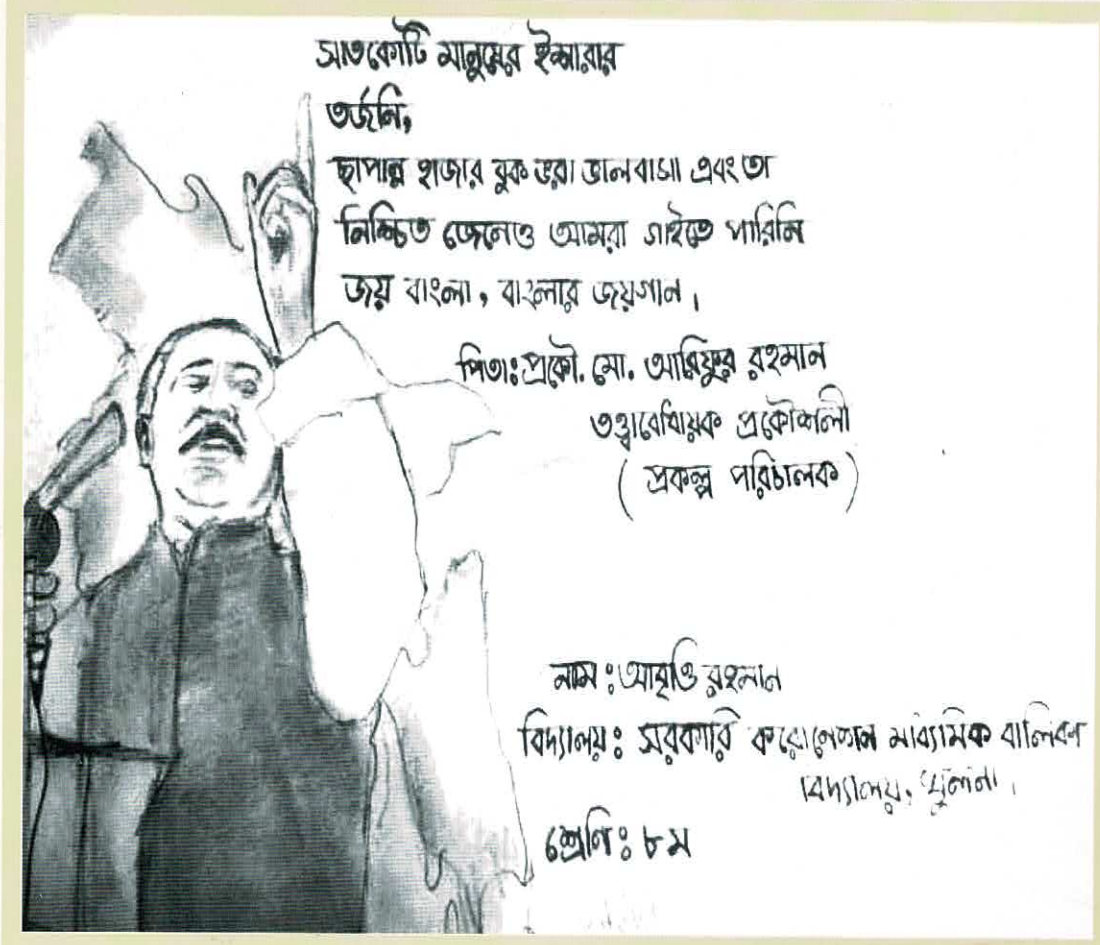

আবৃত্তি রহমান রোজা*

বঙ্গবন্ধু

মোঃ সেকেন্দার হাসান জাহাংগীর*

বীর প্রসূত বীরভাগ্য বীরেন্দ্র বঙ্গবন্ধু
বাঙালির মুক্তি ছাতা।
বিশ্বদরবারে বাঙালির আত্ম-পরিচয়
মহান নেতার মহত্ত্বের সাতকোটি বাঙালির
আত্ম প্রত্যয় রবিঠাকুরের প্রত্যাশার
পরম পান্ডিত্য প্রতিশ্রুতি।

তুমি অজেয় জয় প্রতিজ্ঞ
মহান নেতা বাংলাদেশের স্থপতি
বাঙালির জাতির মহানায়ক
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
তোমাকে জানাই সশ্রদ্ধ সালাম।।

*আবাসিক প্রকৌশলী (সহঃ প্রকৌঃ)
মহেশপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ
ওজোপাডিকো, মহেশপুর, ঝিনাইদহ।

শোকাবহ আগস্ট শ্রদ্ধা ও স্মরণে বঙ্গবন্ধু

অশোক কুমার দাশ*

২০২১ এর ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকীতে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ ও গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করছি। আগস্ট মাস এলেই বাঙালির মন ও হৃদয় বেদনায় ভরে ওঠে। আজও এর ব্যতিক্রম হয়নি। কখনো নিঃশব্দে-কখনো সশব্দে কেঁদে ওঠে মন। উজ্জ্বল আলো - অনুজ্জ্বল দেখায়। শুধু মনে হয়, যদি রাত পোহালে সোনা যেত বঙ্গবন্ধু মরেন নাই। ১৫ আগস্টের নৃশংসতা ও বর্বরতা হতভাগ্য বাঙালির হৃদয়ে এক অনারোগ্য ক্ষত সৃষ্টি করেছে।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে স্বপরিবারে হত্যা করা হয়। ইতিহাসের জঘন্যতম এই হত্যা কান্ডকে ঘৃণা জানাবার ভাষা জানা নাই। বঙ্গবন্ধু মানে স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ। জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল শোষণমুক্ত রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তোলা। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ এই চার মূল নীতির ভিত্তিতে আদর্শ রাষ্ট্র হবে এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শ। সে কারনেই স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয় গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ এর ভিত্তিতে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ১৫ আগস্টের পর একটি গোষ্ঠী তাদের রাজনৈতিক ও ব্যক্তি স্বার্থে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রের এই মূল ভিত্তির উপর লজ্জাজনক ভাবে আঘাত করেছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও ইন্টারনেটে দেখলেই চোখে পড়ে আজও একটি গোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টায় লিপ্ত। দুর্নীতি ও অপকর্মে ব্যস্ত। আগামী প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধশালী-অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ উপহার দিতে হলে শোক কে শক্তিতে রূপান্তর করে মুক্তমনা যুবক ও প্রগতিশীল মানুষদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই বঙ্গবন্ধু ও তাঁর আদর্শকে প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে। হে পিতা তোমার আদর্শ ও কর্ম বাঙালির হৃদয়ে চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। পরিশেষে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় শ্রদ্ধার সাথে বলে যাই হে মহান নেতা-

'এনে ছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরনে তাহাই তুমি করে গেলে দান'।

হে জাতির পিতা, তোমাকে শত-সহস্রবার শ্রদ্ধা জানাই।

*উচ্চমান সহকারী, সদর দপ্তর,
ওজোপাডিকো, খুলনা।

নেভানো প্রদীপ

কামরুজ্জামান*

হারিয়ে যাচ্ছে সোনালী দিন
নতুন সভ্যতার ভীড়ে,
ফিরবে না আর ফেলে আসা দিন
অতীতেই রবে পড়ে।

শস্য শ্যামলা সোনার এ দেশে
ভরবে মাঠ ফসলে ফসলে,
নদীতে বইবে পাল তোলা নৌকা
গাইবে মাঝি আর শুনবে সকলে।

কোথা গেল সেই কাঠের লাঙ্গল?
গরু দিয়ে টানা হতো,
লাঠি নিয়ে কৃষক পিছু থেকে তারে
তাড়িয়ে নিয়ে যেত।

অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছি
নাই তো কিছু হারাবার
চলে গেছে যা, পাব না কখনো
কাঁদবে হৃদয় বারবার।

জ্বলন্ত প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছে
কালো রাতে ঘাতকেরা,
কলঙ্কিত করেছে দেশের মাটি
পালিয়ে গিয়েছে ওরা।

**সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব)*
আহিদ, ওজোপাডিকো, ফরিদপুর।

আমি বঙ্গবন্ধু বলছি

জি.এম লুৎফর রহমান*

হ্যাঁ আমি বঙ্গবন্ধু বলছি
যাকে তোরা মেরেছিস
বুকে হাত দিয়ে বল
কি সুখ তোরা পেয়েছিস?
দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমি
দিয়েছিলাম ভাষণ
ভালবেসেছি আবার
করেছি শাসন।
চোরের বিরুদ্ধে ছিলাম
সদা সর্বদাই সোচ্চার
সেই তোরাই হয়েছিস চোর
এত বড় নচ্ছার
একাত্তরের দুঃখিনীর পোলা
আজ কোটিপতি
দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করতে
ভাবিসনা এক রতি।
বাংলা মাকে করেছিস অপমান
আমাকে করেছিস হত্যা
আরও কত দুর্নীতি করছিস তোরা
যার নেই ইয়ত্তা
আমি মুজিব বলছি, শুনে রাখ ওরে
বাঙালি কপাল পোড়া
বঙ্গবন্ধুকে মারিসনি, মেরেছিস মাতৃভূমি
ধ্বংস হবি তোরা।

**সহকারী প্রকৌশলী*
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
ওজোপাডিকো, ঝালকাঠী।

ফিরে এসো বঙ্গবন্ধু

মোঃ আনোয়ার হোসেন*

বঙ্গবন্ধু! তোমাকে হারিয়ে জাতি শোকাহত,
তুমি বিহনে হিয়ার মাঝে হয়েছে বিক্ষত।
তোমার ভাষণ, তোমার আন্দোলন, তোমার ছয় দফা দাবি তে,
পেয়েছি যে স্বাধীনতা টুকু সেটা কোনদিন পারবো না ভুলিতে।
সেদিনের সেই কালো রাতের নিমর্ম কালো থাবায়,
ঘুমিয়ে গেলে চিরতরে আর ফিরে এলে না এই ধরায়।
তোমাকে দেখার সাধ জেগেছে এই বাঙালি জাতির মনে,
ফিরে এসো ওগো দেশ দরদী সে কথা বলছে প্রতিক্ষণে।
তাই বলছে! আর ঘুম নয় বঙ্গবন্ধু জাগো একটুখানি,
বাঙালি জাতি দেখতে চায় আজ শুধু তোমার বদন খানি।
এমন সোনার বাংলা গড়ে তুমি কোথায় চলে গেলে?
ফিরে এসো জাতির বুকে তোমায় দেখবো নয়ন মেলে।
স্বাধীনতা পেয়ে রাখাল ছেলেটা ঐ যে সবুজের প্রান্তরে,
মধুর সু মধুর সুরে বাজিয়ে বাঁশি সে যে পল্লীর গান ধরে।
স্বাধীনতা পেয়ে জেলেদের সাথে মিতালী করেছে সিন্ধু,
স্বাধীনতা পেয়ে বটের ছায়াতে রোজ পরাণ জুড়ায় কৃষক বন্ধু।
বঙ্গবন্ধু! যা কিছু দেখছি আমরা সবি তো তোমার দান,
আজ তুমি নেই বলে কাঁদছে বাংলার লক্ষ কোটি প্রাণ।
হে মহীয়ান, হে বলীয়ান, হে চির বিদ্রোহী বাংলার বন্ধু।
তোমার শূণ্যতায় জাতির হৃদয় হয়েছে বিষাদের সিন্ধু।

*মিটার পাঠক
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২
ওজোপাডিকো, কুষ্টিয়া।

টুঙ্গিপাড়ার খোকা

তাহমিন হোসেন *
৪র্থ শ্রেণী

টুঙ্গিপাড়ার শেখ বংশে জন্ম নিলো শিশু
পিতা-মাতা আদর করে নাম দিলো খোকা
টুঙ্গিপাড়ার মাঠ ফসলের সাথে তার নাম যে মিশে আছে
টুঙ্গিপাড়ার সবাই তাকে মিয়া ভাই বলে চেনে।
দুই নেতা গোপালগঞ্জে স্কুল পরিদর্শনে এলে
মিয়া ভাইয়ের নেতৃত্ব যে তাঁদের চোখে পড়ে।
ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে যে বড় হলো খোকা
শেখ মুজিবুর রহমান নামে চিনতো সবাই তাকে।
২৫শে মার্চ প্রথম প্রহরে কে দেয় স্বাধীনতার ডাক?
সে যে সেই শেখ মুজিবুর রহমান।
তার নেতৃত্ব গুণে জাতি তাকে দেয় বঙ্গবন্ধু উপাধি
তাইতো ১৬ই ডিসেম্বর পেলাম মোরা বিজয়ের ধ্বনি
১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ছিল যে কাল রাত
সেই রাতে ঘাতকের নির্মম বুলেট করলো
বঙ্গবন্ধুর বুক ছারখার।

*পিতা মোহাঃ তোফাজ্জেল হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
ওজোপাডিকো, পটুয়াখালী।

মুক্তির মহানায়ক

যারিন তাসনিম*
১০ম শ্রেণী

আমার প্রেরণা তুমি
তোমার নামেতেই বিশ্ব
চেনে বাংলা ভূমি।
তোমার বজ্রকণ্ঠের ধ্বনি
প্রকৃতিতে রয়েছে তার প্রতিধ্বনি।
এদেশের বনে জঙ্গলে
কিংবা পাখ-পাখালির মাঝে
শিশু বা উৎসবের সাঝে
শুধু তুমিই আছো।
তুমি ছিলে অগ্রনায়ক, তুমি ছিলে নেতা
ছিলে প্রতিষ্ঠাতা তুমি বাঙালি জাতির পিতা।
তুমি বাংলা তুমি বজ্রকণ্ঠ
তুমিই আশা তুমিই বঙ্গবন্ধু।
তোমার জন্য আজ আমরা স্বাধীন
পেয়েছি মুক্তি মুক্ত হাওয়ায় বাঁচি,
তাই তুমি বাঙালির বঙ্গবন্ধু
মুক্তির মহানায়ক।

**পিতা মোহাঃ তোফাজ্জেল হোসেন*
নির্বাহী প্রকৌশলী,
ওজোপাডিকো, পটুয়াখালী।

মুজিবুর রহমান

উম্মে কুলসুম*

মুজিবুর রহমান
সর্বকালের সব বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান
পিতার মতো স্নেহ নিয়ে ধরলো বাঙালির হাত
শত বছরের পরাধীনতার ঘটলো অবসান।
বিগত দিনের যত অত্যাচার, যত খুন রাহাজারী
তাহার বিরুদ্ধে মুজিব যেন জীবন্ত আগ্নেয়গিরি।
গর্জে উঠলো লাভার মতো আনলো অগ্নিবান
তাঁর ডাকে জাত বর্ণ ভুলে মিললো সকল হিন্দু মুসলমান
জাতির স্বার্থে কারাবরণেও পাওনি কভু ভয়
জীবন গেলেও সাহস তোমার ইচ্ছার হয়নি ক্ষয়

তোমার হুকুমে লাখো জনতা আনলো প্রতিবাদের জোয়ার
এমন জোয়ার রুখতে যাবে সাধ্য ছিল কার?
বজ্রকণ্ঠে বললে যেদিন "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"
শুনেছি সেদিন কেঁপে উঠেছিল সমগ্র পাকিস্তান
কত অবিচার, কত কারাবরণ রুদ্ধশ্বাস নয় মাস
বন্দিজীবনের অনিশ্চয়তার মাঝেও গড়লে তুমি নতুন ইতিহাস
অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষন যার প্রতীক্ষা ছিল
বাঙালির চোখে মুখের ধারা স্বাধীনতা পেল
তুমিই ছিলে সেই মহানায়ক, তুমিই জাতির পিতা
প্রতি বাঙালির হৃদয়ে আজো তোমার কথা গাঁথা

আজো থামেনি রক্তক্ষরণ, ভুলিনি সেই শপথ
কথা দিলাম লড়বো আজো আসলে দেশের বিপদ।
তুমি পিতা জন্ম দিয়ে গেছো লক্ষ মুজিবুর
যতদিন এই বাংলা থাকবে ততদিন তুমি অমর।

** পিতা: মোঃ আব্দুর রব*
লাইনম্যান-এ
শৈলকুপা বিদ্যুৎ সরবরাহ

তর্জনী রহস্য

উম্মে কুলসুম*

ঢাকা শহরের এই ফাঁকা রাস্তায় গুটি গুটি পায়ে হেঁটে চলেছে রহমান সাহেব। আজ যে যেকোনো উপায়ে তাকে গোপালগঞ্জ পৌঁছাতে হবে। কিন্তু এই লকডাউনে তা কোন ভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। সারাদিন ঘুরেও কোন ব্যবস্থা করতে পারল না সে। তাহলে কি ৪৬ বছর পরের এই দিনে সে তার পিতার দেখা পাবে না?

সন্ধ্যা নেমে এসেছে রাস্তায়, হাঁটতে হাঁটতে সে তার চির পরিচিত গলিতে ফিরে এলো। গলির মোড়ের চায়ের দোকানে টিমটিমে আলো জ্বলছে। যদিও এই লকডাউনে মানুষের আনাগোনা তেমন নেই বললেই চলে, তবুও আজ ১৫ আগস্ট হওয়ার সুবাদে লোকজনের জটলা দেখা যাচ্ছে রাস্তায়। রহমান সাহেবের আবার বড্ড চায়ের নেশা। তাই সে চায়ের দোকানে গিয়ে বসলো। দোকানদারের ছোট সাদাকালো টিভিতে এখনো বেজে চলেছে- 'যদি রাত পোহালেই শোনা যেত বঙ্গবন্ধু মরে নাই, যদি রাজপথে আবার মিছিল হতো বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই।' গান শেষ হতেই শুরু হয়ে গেল সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের স্বরলিপি। হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে সেই একটি তর্জনী। সেই তর্জনীর তেজ, হুংকার, "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।"

রহমান সাহেব যেন হারিয়ে গেল সেই উৎসুক জনতার ভিড়ে। ৪৬ বছর পর আবারও পিতাকে এত কাছ থেকে দেখতে পেল! সে তো আর যেন পিতার মুখে অন্য করুন সুর, আজ আর আদেশ নয় আকুতি, স্বাধীনতা রক্ষার আকুতি। হট্টগোলের শব্দে ঘোর কাটে রহমান সাহেবের। দেখলো পাশের লোকজন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি করছিল এখন একপর্যায়ে তা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। রহমান সাহেব বরাবরই নির্ভেজাল মানুষ তাই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলেন সে। হঠাৎই কোন এক অজানা শক্তির টানে দাঁড়িয়ে গেলো সে, তার পুরো শরীরে যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল। ভিড় ঠেলে চলে আসলো একেবারে ভিড়ের মাঝখানে, তার ডান হাতের তর্জনী আপনা আপনি উপরে উঠে গেল। গর্জে উঠলেন তিনি।

আহা এ যেন এক গর্বিত পিতার গর্বিত সন্তান। হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যায় সে, জ্ঞান ফিরলে নিজেকে আবিষ্কার করেন পাশের একটি ছোট ওষুধের দোকানে। জ্ঞান হারানোর পর সবাই ধরাধরি করে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। রহমান সাহেব খেয়াল করলো সবাই কেমন অদ্ভুত ভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সবাই তার কাছে ক্ষমা চাইলো। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রহমান সাহেব।

সে পুরনো ঘটনাগুলো মনে করতে চাইল কি হয়েছিল সেই ভিড়ের মাঝে, কিন্তু সে কিছুই মনে করতে পারল না তখনই খেয়াল করে তার তর্জনী কাঁপছে। কিছু যেন বলতে চাই তাকে। ১০ টা বেজে ১৭ মিনিট। এখন সে একাই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। হঠাৎ দেখতে পেল সিঁড়ি থেকে রক্তের ধারা নেমে আসছে নিচে, সে তড়িৎ গতিতে উপরে উঠতে লাগলো। দেখলো তার দরজার সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে শেখ মুজিবুর রহমান। চোখের চশমাটা ভাঙ্গা, গায়ে কালো কোর্ট, সাদা পাঞ্জাবীটা রক্তে লাল হয়ে আছে। চিৎকার করে উঠল সে দৌড়ে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের মাথাটা কোলের উপর তুলে নিল। তাঁর শরীরে এখনো কিছুটা প্রাণ অবশিষ্ট ছিল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে লাগল সে সেদিন ভোর রাতে কি হয়েছিল তার সাথে? ইতিহাস পুনরাবৃত্তি হওয়ায় কেঁদে ফেলল রহমান সাহেব। চিৎকার করে বলে উঠল ক্ষমা করে দাও পিতা আমি পারিনি সেদিন তোমার পাশে থাকতে, পারিনি তোমাকে রক্ষা করতে। মুজিবুর রহমান আবারও কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল, অনেক কাজ বাকি এখনো আমার অসম্পূর্ণ কাজের দায়িত্ব আমি তোমাদের উপর দিয়ে গেলাম। সেই সাথে দিচ্ছি আমার এই তর্জনী, যা সর্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, সামনে নত হবে সমস্ত অন্যায়। তারপর ঘুমিয়ে গেল চিরতরে।

রহমান সাহেব নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তার চারপাশে যেন রক্ত আর রক্ত। রক্তের সাগরে ডুবে যেতে লাগলেন তিনি। তারপর আর কিছু মনে নেই তার।

জ্ঞান ফিরলে নিজেকে বিছানায় আবিষ্কার করলেন সে চোখ মেলে দেখলেন তার সামনে তার ছেলে ছেলের বউ আর নাতি-নাতনিরা দাঁড়িয়ে আছে। তার ছেলে জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছিল বাবা, দরজার সামনে কিভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলে?

কিন্তু সে সবের কিছুই যেন তার কানে ঢুকছে সে মনে করার চেষ্টা করছে তার সঙ্গে আসলে কি হচ্ছে? সে কি স্বপ্ন দেখছি নাকি জেগে আছে হঠাৎ চোখ গেল তার বিছানার সামনে রাখা শেখ মুজিবুর রহমানের বড় একটা ছবির দিকে। উজ্জ্বল চোখ কালো কোর্ট, আকাশের দিকে তুলে রাখা তর্জনী টা চিকচিক করছে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকালেন রহমান সাহেব। তার ছেলে বিষয়টা বুঝতে পেরে বাবাকে আশ্বস্ত করলেন, বাবা কাল রাতে এটা নিয়ে এসেছি, তুমি হয়তো খেয়াল করোনি। সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে তার, সবাই রহস্য মনে হচ্ছে তার কাছে। হঠাৎ ছবির দিকে চোখ পড়তেই সে দেখতে পেল, শেখ মুজিবুর রহমানের হাতের তর্জনীটা কাঁপছে ঠিক সেই মুহূর্তে তার হাতের তর্জনী আঙ্গুল টাও কেঁপে উঠলো যেন দুজনের মধ্যে কোন কথা দেওয়া নেওয়া চলছে। রহমান সাহেব আবেশে চোখ বন্ধ করে ফেললো। রহস্যের সমাধান যেন পেয়ে গেছেন তিনি। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, তোমার তর্জনীর মান রাখবো পিতা। তবে কিছু রহস্য দুনিয়ার অজানা থাকাই ভালো।

** পিতা: মোঃ আব্দুর রব*
লাইনম্যান-এ
শৈলকুপা বিদ্যুৎ সরবরাহ

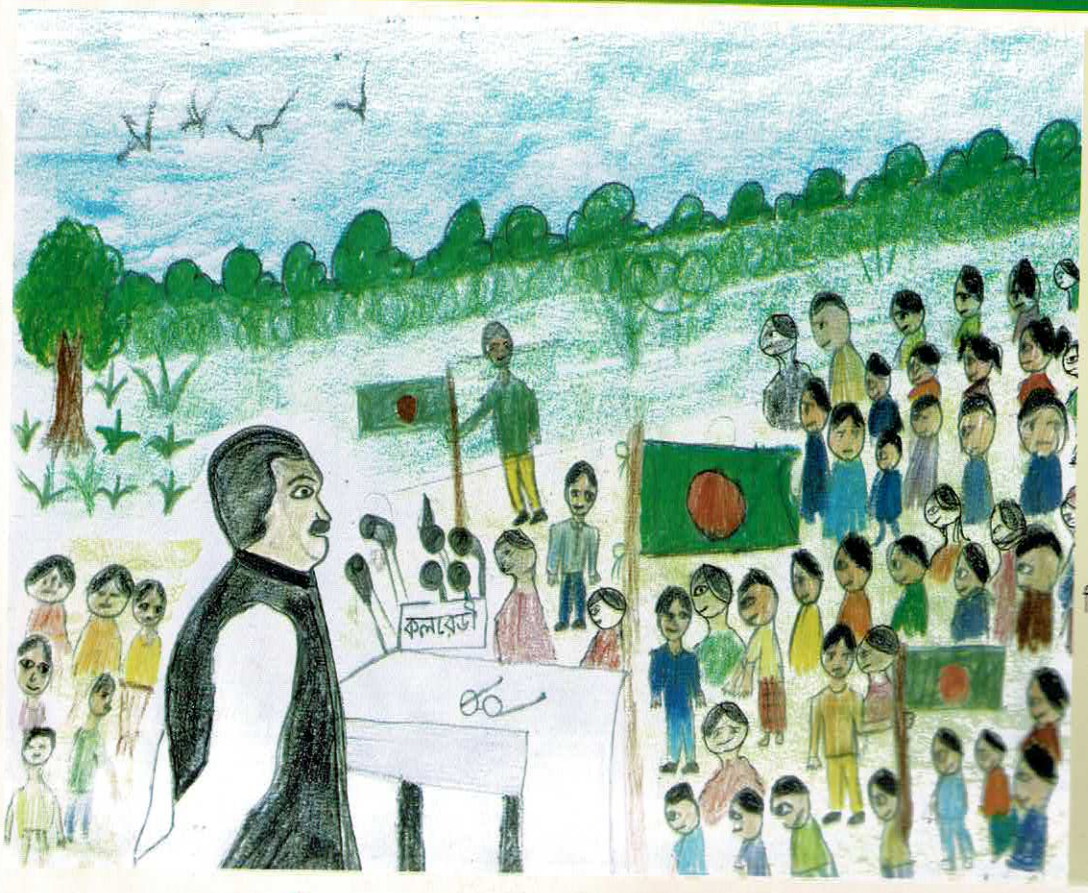

নওশাবা ইবনাত নাইসা
শ্রেণী: ২য়
পিতা: প্রকৌঃ মোঃ নজরুল ইসলাম
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
আইসিটি শাখা, সদর দপ্তর, ওজোপাডিকো

কিছু স্বপ্ন ও শ্রদ্ধার মৃত্যুর ইতিহাস

তাসফিয়া জামান ধরিত্রী*

১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট এক অভিশপ্ত প্রত্যুষ। জলপাই রঙের খাঁকি বিশাল বিশাল ট্যাঙ্ক ঘিরে ফেললো একটি বাড়ি বাড়িটির মধ্যে ঘুমাচ্ছে একটি গোটা পরিবার। আছে কাজের সাহায্যের জন্য ক'জন কর্মচারী। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহক আ. ফ. ম. মোহিতুল ইসলাম হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠলেন; তাকে উঠানো হলো। তখন ভোর চারটা কি পাঁচটা। বঙ্গব ফোন কলে তিনি জানতে পারলেন শেখ মুজিবুর রহমানের ভগ্নিপতি ও মন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়িতে দুষ্কৃতিকারী আক্রমণ করেছে। তিনি পুলিশ কন্ট্রোল রুমের ফোন দিলেন। কেউ কোনো ফোন ধরছে না। বঙ্গবন্ধু উপর থেকে নেমে এ রিসিভার কেড়ে নিয়ে বললেন 'আমি প্রেসিডেন্ট বলছি'। সাথে সাথে একঝাঁক গুলি এসে দেয়ালে লাগলো। কাঁচ ভে জনাব মোহিতুলের হাতে লাগলো। অনর্গল গুলি আসা শুরু হলে বঙ্গবন্ধু ও জনাব মোহিতুল শুয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর গু বন্ধ হয়ে গেল। বঙ্গবন্ধু ও মোহিতুল উঠে দাঁড়ালেন। কাজের ছেলে বঙ্গবন্ধুর চশমা ও পাঞ্জাবি এনে দিলো। চশমা ও পাঞ্জ পরে বঙ্গবন্ধু বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। শেখ কামালের সামনে এসে একদল কালো পোশাক পড়া লোকজন দাঁড়ালো, ত মোহিতুলও ডিএসপি কামালের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ডিএসপি নুরুল ইসলাম মোহিতুলকে টান দিয়ে অফিস কক্ষে নি গেল। ঠিক তখনই গুলি খেয়ে শেখ কামাল লুটিয়ে পড়লেন। চিৎকার করে বললেন, "আমি শেখ মুজিবের ছেলে, কামাল। ভাই ওদেরকে বলেন।"

এরপর নুরুল ইসলাম মোহিতুলকে রুম থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার সময় মেজর বজলুল হুদা চুল টেনে নিয়ে লাইনে দাঁড় করান। কিছুক্ষণের মধ্যে বঙ্গবন্ধু চিৎকার শোনা গেল; শোনা গেল মেয়েদের আত্মচিৎকার, আহাজারি। বজলুল হুদা গেটে দাঁড়িয়ে থাকা মেজর ফারুক রহমানের কাছে গিয়ে কথাটি বলে ফেললেন - "অল আর ফিনিশড।"

শেখ মুজিবের শরীরে মোট ১৮ টি বুলেটের দাগ দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি বুলেট ডান হাতের তর্জনী বি হয়ে যায়। ছিন্ন হয়ে যায় একটি পরিবারের স্বপ্ন, একটি দেশের স্বপ্ন, একজন পিতার স্বপ্ন। মরে যায় দেশটির কয়েক বছ চেতনা, মৃত্যু হয় কয়েকজন সদ্যবিবাহিত তরুনীর, কয়েকজন সজীব শিশুর আর কয়েক জন নিরীহ কর্মচারীর। ষড় আঁকড়ে ধরে একটি পরিবারকে, একটি জাতিকে। জনগণকে আশার আলো দেখতে হয় আরও কয়েক বছর পরে। বঞ্চিত হাজারও মানুষ, হাজারও শ্রদ্ধা, হাজারও ভালবাসা। আর সেই বঞ্চনা ফিরিয়ে আনার জন্য দেশপ্রেমের প্রতি অসংখ্য শ্রদ্ধা

**পিতাঃ প্রকৌঃ মোঃ সাইফুজ্জামান*
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

জাতীয় শোকদিবস-২০২১ উপলক্ষে ছিন্নমূল জনগোষ্ঠির মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

..... অবিরাম বিদ্যুৎ

জাতীয় শোক দিবস-২০২১ এর র‍্যালি

মুজিব কর্ণার

সদর দপ্তর, ওজোপাডিকো

জাতীয় শোক দিবস-২০২১, ওজোপাডিকো সদর দপ্তরের সম্মুখ প্রাচীর

শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

গ্রাহক সেবা ও তথ্য অনুসন্ধানের জন্য কল করুন ১৬১১৭

ওজোপাডিকো
সদা আপনার
সেবায় নিয়োজিত

১৬১১৭

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ

..... অবিরাম বিদ্যুৎ